

অনিকেতন

আবদুর রউফ চৌধুরী

নবম অধ্যায়

শনিবার।

সাম্পান ত্রুস মসজিদ কমিটির সদস্য ছাড়াও গণ্যমান্য অনেক জমায়েত হয়েছেন ট্রি টপ স্ট্রিটের চাপান্ন নম্বর বাড়িতে; লোক ধরে না, চার-দেয়ালের গাঁ-ঘেঁষে লোকজন বসছেন। ঘরের পশ্চিম পাশের একটা টেবিলে ফাইলের স্তুপ। ফাইলের মাঝে মাঝে গুঁজে খসখস করে ভাইস চেয়ারম্যান কি যেন লিখে চলেছেন। হাঁক দিয়ে একবার ছোট ছেলেকে ডাক দিলেন। ছেলে সকলকে সালাম জানিয়ে বদরুদ্দিনের সামনে এসে দাঁড়। তেই ফিসফিস করে কি যেন বললেন, সে চলে গেল। তারপর মাথা তুলে গম্ভীর গলায় সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা বসুন। চেয়ারম্যান সাব এক্ষুণি চলে আসবেন।

পঞ্চায়েত ভারত উপমহাদেশের একটা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রক্ষমতার মূল শক্তি, শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সমন্বয়ে গঠিত, দেশকে ভাল করে গড়ে তুলতে এ-পদ্ধতি ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞবদ্ধ ও সক্ষম। গ্রাম-বাংলার মানুষের বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তিতে আজও এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কোনো বিরোধের আপোষ মীমাংসায় বাদী, বিবাদী উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে একদল বিচারক সমবেত হয়ে নিজেদের পঞ্চায়েতে আখ্যায়িত করেন। এক-গ্রাম বা ক-গ্রামের মাতব্বর দ্বারা সংঘটিত হয় পঞ্চায়েত, এতে নেতৃত্ব দিতে পারেন নির্বাচিত নেতা বা সর্বস্বীকৃত বিচারক। গ্রামে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, শহরের মতো ব্যক্তি স্বতন্ত্রতায় না, কাজেই পঞ্চায়েতের রায় কার্যকর করার পেছনে রয়েছে গ্রামবাসীর একতা। রায় অমান্য করে কেউ শাস্তিভাবে বসবাস করতে পারে না। সাধারণত বিনে পয়সায় বিচার পাওয়ার প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে পঞ্চায়েত, বর্তমানে ইউনিয়ন কাউন্সিল নাম দিয়ে সরকারী শাসনব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

ছেলেটা চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হতেই কাজী ওর পেছন পেছন ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে জনতার দিকে তাকিয়ে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়কে সম্বোধন করে আরম্ভ করলেন, আজ আপনারা যে-দায়িত্ব পালনে সমবেত হয়েছে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, বর্তমানে বিশ্বমানব সমক্ষে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগপরীক্ষা চলছে। আপনারা যেন উত্তীর্ণ হতে পারেন ইসলামকে দরদী ধর্মরূপে সপ্রমাণ করতে। কাজী থামলেন, কিন্তু তার কথা শেষ হয়নি। দম নিলেন একদণ্ড। ভাইস চেয়ারম্যান চোখ তুলে কাজীর মুখের দিকে অপলক তাকাতেই কাজী তার চোখ চোখ রেখে, একটা মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে শুরু করলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে, পিতা যখন ধমক দেন ছেলেকে ‘মাথা ভেঙে ফেলবো’ বলে তখন তার উদ্দেশ্য শুধু সতর্ক করা, যাতে ছেলে খারাপ কাজ না করে। তেমনি যেসব কঠিন শাস্তির বিধান ধর্মে দেওয়া হয়েছে তা মূল হচ্ছে ভয় দেখানো, না, কার্যত একে পালন করা; সৃষ্টিরে ভেবে দেখতে হবে কর্তার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করে। আপনারা জানেন তিনি রহমানুর রহীম, তাই তিনি অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতে বাধ্য না, নিজের শক্তিকে লাঘব করতে পারেন না।

সফিকুল ইসলাম এ মতে রাজি হতে পারছেন না। তিনি কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না, কথাটা আটকে যাচ্ছে গলায়। কি বলতে চাইছেন নিজেই বোধ হয় সুস্পষ্ট বুঝতে পারছেন না, তবুও কিছু বলতে হবে, তাই চেয়ারে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি সর্বশক্তিমান।

কাজী উত্তর দিলেন, একজন যুক্তিবাদী তো বলতে পারেন, স্রষ্টা সর্বশক্তিমান বলেই সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে চান। তাই সমাজ থেকে দুর্নীতি ও মন্দ কাজ করা থেকে বাধা দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তিনি শক্তিমান বলেই মানুষকে জ্ঞানদানে করেছেন সচেতন, শক্তির নির্মম প্রয়োগে না।

ভারী একটা চিন্তায় পড়েছেন সফিকুল ইসলাম, কথা দিয়ে কাজীকে ঠেকানো যাচ্ছে না। নিঃশব্দে হেসে টেবিল থেকে চায়ের একটা কাপ তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে বসিয়ে ঘন করে চুমুক দিলেন। চা খেতে খেতে আবার আড়চোখে দেখে নিলেন কাজীকে।

কাজী ক্ষণিক চুপ থেকে সকলের মৌনসম্মতি পেয়ে বললেন, দেখুন, ইসলাম শিশুকন্যা হত্যা নিবারণ করেছিল। মেয়েদের মর্যাদা দিয়েছিল সংসারে, সমাজে, নামাজে। বিধবা বিয়ে প্রবর্তন করে নারীর জীবনে এনে দিয়েছিল বসন্তের হাওয়া। স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে আংশিক অংশীদার করেছিল। ইসলাম তাই নারীর প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারে না; কিন্তু আজ মুসলাম সমাজের পুরুষরা শরীয়াত আইনের আওতায় নারীর উপর করছে অন্যায়। নিজেদের লাম্পট্য, অসদাচরণ, অত্যাচারকে নারীর উপরও প্রতিবাদহীনভাবে চাপিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না; নিজেদের উচ্চ আসনে, রাজার আসনে বসিয়ে ধর্মের বিধান খাড়া করছে। পুরুষরা নারীকে ব্যবহার করছে পণ্য ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখতেও ওরা ভয় পায়। তাই তো তারা ফলাও করে, গর্ব করে বলে, ‘তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে প্রবেশ করতে পার।’^১ মুসলমান পুরুষ ভুলে গেছে নারীও যে আল্লাহর সৃষ্টি। তারও অধিকার আছে। স্ত্রী স্বামীর ক্রীতদাসী না। নারীর অধিকার রক্ষা করতে পুরুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে, ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে প্রকাশ করতে। মুসলমান পুরুষের দ্বারা লাম্পট্য আইন চালাতে দিতে পারেন না। চালাতে দিলে এ মনে করতে হবে যে, নারীর উপর পুরুষসুলভ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর অধিকার যে-সমাজ বা ধর্ম দিতে পারে সে-সমাজ বা ধর্ম শান্তিসুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রস্থা হতে পারে না।

স্মিত হাসি ফুটল মতব্বরদের চোখে। ঘাড় নেড়ে সাই দিলেন তারা। সফিকুল ইসলাম বসে বসে শূন্য চায়ের কাপে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। কাজী বলেই চললেন, ইসলাম কসাইয়ে ধর্ম, পশুজবাহপদ্ধতি নিষ্ঠুরতার নিদর্শন— এসব অমুসলমানের প্রবণতা অযৌক্তিক বলে প্রমাণ করতে হলে আপনাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। ‘মানব মঙ্গল প্রতীক’ রূপে প্রতীয়মান করার চেষ্টা করতে হবে। ‘সাবধানীর জন্য রয়েছে সাফল্য...’^২

সফিকুল ইসলামের চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। কাজীর বুদ্ধি দেখে ভীষণ রেগে গেলেন; তাই তিরস্কার করে বললেন, কারও তালে তালে আমরা নৃত্য করতে যাবো কেন? বোঝা গেল এ ধরনের টিপ্পনীর জন্য সফিকুল ইসলাম প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

– ঠিকই বলেছেন। মুচকি হেসে উত্তর দিলেন চেয়ারম্যান। দাড়ি-মুচহীন মুখে দুষ্ট হাসিও স্পষ্ট হয়ে ভাসতে লাগল। তিনি ভাবলেন, সফিকুল ইসলামের দুটো কথায় ও নিজের রসিকতায় যদি পঞ্চায়েত আনন্দ পান, তবে আপত্তি কোথায়! কিন্তু ভদ্রঘরের একটা মেয়ে বিপদে পড়ে অপথে যখন আছে, তখন তার মান-অপমানের দায়িত্ব নিতে হবে বৈকি! সফিকুল ইসলাম যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যান সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বৈকি! তাই তিনি বলে চললেন, আমরা তাদের তাল কেটে ফেলবো। বানচাল করে দেবো তাদের যত চাল। তাই তো আমরা চাই হোটেলের আরাম থেকে বের করে এনে স্বামীর সামনে করজোড়ে দাঁড়া করাতে সেই স্বামীত্যাগিনী মেয়েটাকে; যাকে সরকার স্থান দিয়েছে স্থানীয় বিলাসবহুল হোটেলে, রাজ অতিথি রূপে; যেন সে অলিম্পিকে

^১ সূরা: বাকারা, আয়াত: ২২০।

^২ সূরা: ৩১, আয়াত: ৩৪।

গোল্ড মেডেল লাভ করেছে। আমরা চাই, বুঝুক সে যে অন্যায় করেছে তার জন্য পুরস্কার নয়, বরং তিরস্কার তার প্রাপ্য।

মাওলানা মুজেফরাবাদী বললেন, তওবা করতে হবে, আল্লাহ রহমানুর রাহীম, মাফ করতে কতক্ষণ। তিনি উৎসুক হয়ে থাকেন যেন বান্দাবান্দি সব সময় ক্ষমা প্রার্থনা করে।

– নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আওয়াজ উঠল দর্শকের কণ্ঠে, একসঙ্গে; কিন্তু গুম হয়ে গেলেন সফিকুল ইসলাম। বদরুদ্দিন নিজের দুঃখ ভোলার জন্যেই দুঃখের রাজ্যে ছুটে বেরাচ্ছেন। হঠাৎ ভাবতে লাগলেন, সত্যিই পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। এতদিন একটা বিশ্বাস নিয়ে জ্বী-মেয়ে বাঁচতো। আর আজ তাদের বিশ্বাসে আছে একটা পাপ, একটা অন্যায়, যা তাদের সঙ্গী হতে চাচ্ছে। অবিশ্বাসই মূলত তাদের সঙ্গী। তাদেরকে এপথ থেকে ফেরাতে হবে। বদরুদ্দিন বললেন, আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমরা বাস করছি ভিন্ন কালচারে, নাসারা-কালচারে, তাই এ-কালচারকে নাকচ করে ঘরে বসে থাকলেও আমাদের নিস্তার নেই। পলের মতো কাউন্সিল ওয়েলফেয়ার অপিসার জ্বীস্বাধীনতার নামে মুসলিম পরিবারকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। যুবতী মেয়েকে পিতার বিরুদ্ধে, জ্বীকে স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে তাদের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিচ্ছে— জীবনের আরাম, আয়েস, আবেগ ও আনন্দ ছড়িয়ে আছে শুধু মুসলমান পরিবারের গণ্ডির বাইরে।

বদরুদ্দিনের কথায় অদ্ভুত এক মমতা দেখা দিল ইজলিংটনের মাতব্বর মদরিছ আলীর অন্তরঙ্গমিনে। শান্তার সুরে বললেন, আমরা, পুরুষরা অন্ধ পোড়ামির তাবেদার হয়ে তাদের কথার সত্যতা সপ্রমাণে সহায়তা করছি।

বৈঠকের মূল প্রসঙ্গ টেনে দর্শকদের মধ্যে থেকে মাসুদ মিয়া বললেন, ত্রুটি আছে যেমন খ্রিস্টান সমাজে, তেমনি মুসলমানের অজ্ঞতাজনিত বাড়বাড়িতেও। একটা মেয়েছেলে যদি ভুল করে এবং সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে শুধু শাস্তির ফতোয়া প্রয়োগে তাকে ঠেলে দেন অতলে, তবে কি ভেবে দেখেছেন— তাকে অধঃপতনের পথ থেকে ফিরিয়ে আনা কত কঠিন?

কাজী বললেন, বাস্তবত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মনীতি প্রয়োগ করতে হয়। অন্যথায় ফলপ্রসূত হয় না। যে ওষুধে যে-রোগ সারে সে-ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

মাসুদ মিয়া বললেন, আগেভাগে ভেবে সারা হলে হবে না যে, অমুক নির্দেশের তমুক ফতোয়ার প্রতিটা শব্দের মর্মার্থ সর্বোত্তমভাবে মান্য করা হচ্ছে কি না। ইসলাম মানুষের সহজসরল জীবনযাত্রার পথনির্দেশক; অযথা বাধানিষেধের অজুহাতে জীবনযাত্রাকে জটিলতর করা নয়; যেমন খ্রিস্টানের এক গোত্র ‘যেহোবার সাক্ষী’, মৃত্যুবরণ করে তবুও রক্তগ্রহণ করে না।

কাজী মনে মনে বললেন, কুৎসারের প্রতি পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টিগত থেকেই বিশ্বাস করে আসছে। ধর্ম ও কুসংস্কার একে আপরকে জড়াজড়ি করে বেঁচে আছে। কোনোভাবেই একে অন্যকে পরিত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলতে পারছেন না। মাসুদ মিয়া বলে চললেন, সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি শোনাতে চাই খ্রিস্টানধর্ম দলের এক চরম-নিষ্ঠুর-করণ কাহিনী। পত্রিকায় পড়েছিলাম। আড়াই বছর বয়সের একটা শিশু রবীন। আমেরিকার মতো উন্নত দেশে বিনে চিকিৎসায় ঝুঁকে ঝুঁকে নিজেকে বিসর্জন দিল। পিতা-মাতার চোখের সামনে দিনের পর দিন ‘আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও’ চিৎকার করতে করতে মৃত্যুর কূলে ঝুঁকে পড়ল; কারণ, তাদের ধর্ম ‘খ্রিস্টান বিজ্ঞান’ মানা করেছে ডাক্তার ডাকতে; তাদের ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান শব্দটা সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ ব্যবহার করা নিষেধ। কী আশ্চর্যের বিষয়! তারপর একটু ভেবে নিয়ে যোগ করলেন, এ ধরনের আরেক মৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয়েছিল ২৮ এপ্রিল প্রকাশিত ডেইলি মেইল-এ। শীর্ষক সংবাদ ‘ডেরমন্ট পাগায়াইস আমেরিকা’; এ পড়লে খুবই সহজে মনে করিয়ে দেয় অতীতের হিন্দুসমাজে প্রচলিত কুপ্রথা-গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়ার কথা; যার বিরুদ্ধে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রতিবাদ মুখর হয়েছিলেন; কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে এ ধরনের হৃদয় বিদারক কার্যকলাপের জয়কীর্তন করে বলা হচ্ছে যে, এ হচ্ছে ধর্ম পালনের অঙ্গ, ঈমান, সামাজিক বিধান।

একজন মুরব্বী বললেন, এসব ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনায় ইসলাম বৈপ্লবিক ধর্ম বলে অভিহিত হওয়া উচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় ওরাই আবার ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীল, পেছনমুখী বলে অপবাদ দেয়। আমার মনে হয় তার জন্যে অনেকাংশে দায়ী কিছু আলীমের সংকীর্ণ শিক্ষার প্রেক্ষিতে অধিক ব্যাখ্যা। জনগণ মনের পর্দা আচ্ছন্ন হয়েছে প্রগতিশীলতার পরিবর্তে পুরনো কালের কুসংস্কার ভাবভাবনা। বন্ধ্যাত্বে বেদনা- সন্ধ্যা। তাই ইসলাম ধর্ম দু-দিক থেকেই মার খাচ্ছে। একদিকে বলাহীন ঘোড়ার বন্যজীবন। অন্যদিকে অতি রক্ষণশীলদের বাস্তব সম্পর্কহীন ফতোয়া, সর্বস্ব বাগদাদ-ইরানী প্রভাব পুষ্ট অনারব-ইসলাম। তাই আমার মনে হয় আমাদের এসবকে পাশ কেটেই চলে যেতে হবে হযরতের জামানার শাস্ত্র স্বাধীন চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ কোরআন নির্ধারিত ইসলামে।

আপত্তি জানালেন সৈয়দ সঞ্জব, কোনো বিরোধ নিঃস্পাপ প্রধান শর্ত- দোষ নির্ধারণ করা, যা আত্মশুদ্ধির সহায়ক; আর তার জন্য পঞ্চায়েতের প্রথম কাজ উভয়পক্ষের জবানবন্দী ও সাক্ষ্যগ্রহণ করা।

সফিকুল ইসলাম চিৎকারের আওয়াজ করে বললেন, তদন্ত চাই। তদন্ত চাই। দায়ী নারীর দোষ খুঁজে বের করে তাকে অভিযুক্ত করা চাই।

দর্শকদের আসনে চুপ মেরে বসা একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েতের দিকে চোখ নির্দিষ্ট করে বললেন, মহামান্য পঞ্চায়েত, আপনাদের কাছে আমরা ন্যায় বিচার চাই।

বদরুদ্দিন হঠাৎ এ চিৎকার শুনে চমকে উঠলেন। দর্শকের দিকে তাকালেন। তারপর পানের পিকটা গিলে নিয়ে বললেন, আপনারা ধৈর্য ধরুন। মাতব্বর সাহেবগণ উপযুক্ত বিচারই করবেন।

কাজী গম্ভীর মুখে দর্শকদের দিকে তাকালেন। তারপর মাতব্বরদের দিকে মৃদু হেসে ঘাড়া নাড়িয়ে শুরু করলেন, সৈয়দ সাবের কথা সত্য। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর জবানবন্দী নিয়ে দোষগুণ পরখ করে অন্যায়ের বোঝা কে কতটুকু বহন করবে তা নিরিখ করে দেখা উত্তম।

কাজী ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকালেন কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি আবার শুরু করলেন, অযথা তিক্ততা না বাড়ানোই ভালো। গত কিছু দিনের মলিনতাকে মাটি চাপা দেওয়াই উত্তম।

ইজলিংটনের মাতব্বর চোখ তুলে তাকালেন ইউস্টনের মাতব্বরের দিকে। চোখের ইশারায় তিনি কি যেন বুঝে নিলেন। তারপর আঙুল নেড়ে বললেন, স্বামী-স্ত্রী মিলিতভাবে তওবা করুক। আর আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোক মাওলানা সাবের সহায়তায়। সূরা নিসা'য় নির্ণীত নিয়মে নিজেদের পরিচালিত করবে। তারপর সেক্রেটারি সাবের সাহায্যে বাড়িটা উভয়ের নামে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হোক। পরস্পরের প্রতি আস্থা পুনঃস্থাপন কতলে, আত্মজ সন্তানদের নিয়ে তারা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে।

ঠিক তখনই কাজী বললেন, অতীতসুখ স্মৃতিকে পূর্ণজীবিত করে নতুন আশা-আনন্দে এগিয়ে চলার উপদেশ দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। তাদের মিলিয়ে দেওয়ার বাসনা যদি আমাদের থাকে তবে মুরব্বীদের প্রস্তাবে অবশ্যই আমরা সম্মত হবো।

সফিকুল ইসলাম হাতে তোললেন। ডানেবঁয়ে চেয়ে দেখলেন অন্য কেউ ওপরে হাত তুলেনি। তাই মন মরা হয়ে হাত নামিয়ে নিলেন। মরা গাছের পাতার মতো হাতটা উপায় না পেয়ে হাঁটুর ওপর স্থাপন করলেন। মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ঘরের লাইটের আলোয় সফিকুল ইসলামের চোখ দেখা যাচ্ছে একটা অস্পষ্টভাবে, অস্পষ্ট চোখটা দেখে কাজীর মনে হচ্ছে সে সঙ্কুচিত ও লজ্জিত। কাজী লক্ষ্য করলেন সকলের সম্মতি আছে এ প্রস্তাবে। তাই যোগ করলেন, শান্তি নয়, শান্তিই সকলের কাম্য; তবু যদি কেউ এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চান তবে হাত তুলে ইচ্ছে প্রকাশ করুন।

দ্বিতীয়বার সফিকুল ইসলামের হাত আর উঠল না; তাই মুরব্বীদের প্রস্তাবই গৃহীত হল।

(চলবে...)